আল্লাহ্ জানতেন কোথায় থামতে হবে...আমরা কি তা জানি?

আশা করি জানি, তবুও আমাদের দেখা প্রয়োজন! আদিতে সৃষ্টির সময় তিনি ছয় দিনে সমস্ত সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেছিলেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। আলো, সময়, স্থান, জীবন, এবং মানুষ সৃষ্টির পর তিনি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তা নয়, বরং তিনি সৃষ্টিকাজ স্থগিত করার জন্যই এমন করেছিলেন। তার স্থগিত করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তার কাজের মানদন্ড স্থির করলেন, কারণ তিনি জানতেন কখন থামতে হয়।

মূল শব্দ

שַׁבָּת

Shabbat = Sabbath = ৭ম=কাজ শেষ করা

আল্লাহ্ তাঁর সব সৃষ্টির কাজ ছয় দিনে শেষ করলেন; তিনি সপ্তম দিনে সৃষ্টির কোন কাজ করলেন না।
৩ এই সপ্তম দিনটিকে তিনি দোয়া করে পবিত্র করলেন, কারণ ঐ দিনে তিনি কোন সৃষ্টির কাজ করেন নি।" পয়দা:২:২-৩

শান্তিতে বিশ্রাম উপভোগ করতে ভাল কাজ করুন... আল্লাহের লোকেরা সত্যিই রহমতযুক্ত!

১. শারীরিক বিশ্রাম- আল্লাহ্ সাব্বাত বিশ্রামের নিয়ম করেছিলেন, আর আমরা আল্লাহের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট এবং যখন আমরা তার সৃষ্ট নিয়ম অনুসারে একটি সাপ্তাহিক ছুটি পালন করি করি তখন নিজেদের রহমতযুক্ত অনুভব করি। আমাদের দৈনন্দিন বিশ্রামের এই প্রয়োজনীয়তা আল্লাহের উপর আমাদের নির্ভরতা প্রকাশ করে যিনি আমাদের বহণ করে চলেন।

২. রূহানিক বিশ্রাম- ঈসা বুঝেছিলেন মানুষ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। তাই তিনি বলেছিলেন, " আমার নিকট আইস...আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব," যেন তারা "তাদের রূহ্ বিশ্রাম খুঁজে পায়"। (মথি ১১:২৮-৩০) আর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "মনুষ্যপুত্রই বিশ্রামবারের কর্তা"(লূক ৬:৫)। তিনিই বিশ্রাম দাতা, এবং জানেন কখন থামতে হবে।

৩. অনন্ত বিশ্রাম- ইবরানী ৪ এ, চিরস্থায়ী পরিবার অনন্ত জীবনে বেহেস্তী বিশ্রাম উপভোগ করবে। এটি আল্লাহের লোকদের জন্য প্রতিশ্রুত "আল্লাহের লোকদের সাব্বাত বিশ্রাম" (ইবরানী ৪:৯)। এই বিশ্রাম প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ আল্লাহের উপস্থিতি লাভ করা। তিনিই আমাদের বিশ্রামস্থান।

আল্লাহ্ কেন "কাজ স্থগিত" করেছিলেন?

পয়দায়েশ ১:৩১ আয়াতে আল্লাহ্ তার সৃষ্টিকে বললেন "অতি উত্তম" এবং কাজ সমাপ্ত করে বিশ্রাম নিলেন। চিন্তা করুন আল্লাহ্ কেন এই সময়ই থামলেন...আল্লাহ্ কি নতুন কিছু ভাবতে পারেননি? আল্লাহের সৃষ্টিশীলতা কি শেষ হয়ে গিয়েছিল? না, তা নয়। বরং এটাই থামার জন্য সঠিক সময় ছিল কারণ ওই পর্যায়ে আল্লাহের পরিকল্পনা পরিপূর্ণ হয়েছিল।

বিশেষত নারী পুরুষের বিষয়ে, সঠিক "থামার সময়" আল্লাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহই নারী এবং পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। থামুন। আল্লাহ্ তাদের সৃষ্টি করলেন পাক-রূহে পূর্ণ করে, আপন মূর্তিতে, আল্লাহের দূত হয়ে পৃথিবীতে শাসন করার জন্য। থামুন। নারী ও পুরুষের মধ্যে আল্লাহের আদর্শ না থাকলে সেটি অনেক ভারী ফলাফলের কারণ হয়। কিছু তত্ত্ব, নীতি, সিদ্ধান্ত আল্লাহের কর্মীদের সীমাবদ্ধ করে। কিছু কাজ আল্লাহের ফসলকে সীমিত করে। কিছু কাজ ও ভাবমূর্তি আল্লাহের রাজ্যের আদর্শকে অসম্মান করে আল্লাহ্-বিহিন অহংকার,গর্ব ও মানুষের সংস্কৃতিকে উপরে তোলে

আপনি কি খুব শীঘ্রই থেমে যান? নাকি অতিরিক্ত পথ অতিক্রম করেন? আপনি আল্লাহের আদেশ ও চরিত্র যথাযথভাবে ধারণ করেন?

- আপনি শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যই দরজা উন্মুক্ত করেন, কিন্তু ধার্মিক নারীদের দ্বারা আল্লাহ্ তার যে কাজ করতে পারেন তা সীমাবদ্ধ করেন?(**খুবই সঙ্কীর্ণ**!)
- আপনি কি অধার্মিকদেরকেও সুযোগ দেন? **(অতি বিস্তীর্ণ!)**
- আপনি কি ধার্মিক নারী এবং পুরুষের জন্য দরজা উন্মুক্তকারী, এবং তাদেরকে সাহস দেন ও আল্লাহের মতো করে গড়ে উঠতে সাহায্য করেন?**(উত্তম!)**

"অতি সঙ্কীর্ণতা" পাপ। "অতি বিস্তীর্ণতা" পাপ।

উপসংহার

আল্লাহ্ জানতেন কখন সৃষ্টি করতে হবে এবং কখন থামতে হবে। তিনি সৃষ্টি করলেন, রহমত করলেন, এবং নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করলেন, তারপর থামলেন। তিনি তাদেরকে অভিন্ন করে সৃষ্টি করেননি। সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাড়াতে হলে গভীর জ্ঞান প্রয়োজন। আল্লাহ্ চান তিনি যে পর্যায় থেমেছেন আমরাও যেন সে পর্যায়ে থেমে যাই।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?